জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই আশ্বিন বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 30th Sept. 1959 { ২০শ সংখ্যা

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

OATH (ওথ্) মানে কি? শপথ না স্বপথ?

—•—

ডিক্সনারী খুলিয়া দেখিলাম 'ওথ' (OATH) এর বাংলা মানে 'শপথ'। স্বপথ নহে। বিচারালয়ে যে OATH নেওয়া হয় তার বাঙ্গালা মানে (১) সত্যপাঠ (২) হলফ। আমরা সাক্ষী দিতে আদালতে এই হলফ পাঠ করিয়াছি। আদালতের চাপরাসী এই হলফ মন্ত্র পাঠ করার মত পাঠ করাইয়া থাকেন। যতটা মনে আছে শুনুন—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে—"আমি এই মোকদ্দমায় যে সাক্ষী দিব তার সকল অংশ সত্য হবে, আমি কোন অংশ গোপন করবো না।'

একবার লালবাজার পুলিস অফিসে নূতন পাহাড়াওয়ালাদের এই রকম পাঠ পড়াইত শুনিয়াছিলাম। সবকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া একজন অফিসার বলিলেন—হিন্দু যারা তারা বলিবে "ভগবানকা নাম লেকে" আর মুসলমানরা "খোদা কা নাম লেকে" বলতে হেঁ ভর্ শহর কলকাত্তা কা চৌকীদারী নক্‌রী আপনা জানসে বাজামেঙ্গে।"

ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীগণকে এইভাবে শপথ পাঠ করান হয়। অভিধানে আছে OATH OF ALLEGIANCE (ওথ্ অব্ এলিজিয়েন্স) তার মানে "রাজা বা শাসনতন্ত্রের প্রতি বাধ্যতার প্রতিশ্রুতি।"

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরুর পাকীস্তানকে বেড়ুবাড়ী দান বোধ হয় এই সব প্রতিশ্রুতির জন্য পশ্চিম বঙ্গের বিধানমণ্ডলী প্রধান মন্ত্রীর এই দান মঞ্জুর করেন নাই। কিন্তু বিহারের যে অংশ পশ্চিম বাংলা পাইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ টাটা কোম্পানীর জলের সুবিধার জন্য দান করা হইয়াছে। নিজে পশ্চিম বঙ্গ স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর দান নাকচ করার সাহস করিলেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার যা পারে প্রধান মন্ত্রী তা পারেন না।

আমরা আজ "শপথ" সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের এম. এল. সি. এডভোকেট শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল মহাশয়ের পত্রান্তরে লিখিত একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম—

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কথিত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হ'চ্ছে শুধু তার কাঠামো—বহিরঙ্গ মাত্র। বহু অলিখিত রীতিনীতি গণতান্ত্রিক দেশে অব্যাহত অনুসরণে বাধ্যকর নিয়মের মর্য্যাদা পেয়েছে—তারাই হ'চ্ছে গণতন্ত্রের প্রাণ। শুধু গণিতিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নয় সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ-প্রচেষ্টায় বাধ্যবাধকতাই হ'চ্ছে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। এই অলিখিত নিয়মের বাঁধন যদি শক্ত না হয় তা হ'লে কোন মতে গরিষ্ঠতা লাভ ক'রে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত দলকে অপসারণ প্রায় অসম্ভব হবে। সংবিধান-নির্দ্দিষ্ট সময়ের গণ্ডী অতিক্রম অতি সাধারণ ব্যাপার। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে নির্বাচন প্রার্থনার বিধি এই অলিখিত নিয়মের স্বীকৃতি মাত্র। এ রকম অসংখ্য নিয়ম কানুনের মধ্যে জনপ্রতিনিধিদের এবং ক্ষমতাসীন মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যদের আচরণবিধির শপথ শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, তা মেনে চলা বা চলতে বাধ্য করার ক্ষমতার উপরই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভরসা। সর্ব্বাধিক লোকের সর্ব্বাধিক মঙ্গল সাধনে অক্ষম সরকারের ক্ষমতার গদীতে আসীন থাকার অধিকার নেই। সর্ব্বাধিক সংখ্যক লোকের ক্ষতি সাধন ক'রে তার বিনিময়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে মোটা লাভ ক'রতে যে সরকার সাহায্য ক'রেছেন, এবং অক্ষম হ'য়েছেন বা ইচ্ছা ক'রে বিরত হ'য়েছেন আইনের দণ্ড তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগে,—নিঃসন্দেহে তাঁদের ক্ষমতাসীন থাকার নৈতিক ও আইনগত অধিকার লোপ পেয়েছে। এই আচরণবিধি ও অলিখিত নিয়মাবলী মানতে যে দেশ পারেনি—ইতিহাস বলে সেখানে গণতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়েই একনায়কের পতাকা উড়েছে।

আজ পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সরকার সেই আচরণবিধি লঙ্ঘন ক'রেছেন। গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য, তার শ্রেষ্ঠত্বে এবং মহত্বে আমাদের আস্থা অবিচল রাখার জন্য আমাদের ঘোষণার প্রয়োজন আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলী ক্ষমতাসীন থাকার সকল অধিকার হারিয়েছেন।

কেরালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে গিয়ে রাজ্যপাল শ্রীরামা রাও সেখানকার পরিস্থিতি এইভাবে বিশ্লেষণ করেন, "কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন সরকারের পক্ষে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার সম্পূর্ণ প্রমাণ নয়। সেইজন্য যেসব গণতান্ত্রিক দেশে পার্লামেণ্টারী প্রথা বিদ্যমান সেখানে যদি সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা দেখা দেয় তাহলে সরকারের নিজেরই উচিত পদত্যাগ করে পুনর্নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া। এই পরিবর্তনের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।"

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতি ও খাদ্যব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি, এমন কি অতি-মুনাফা-নিরোধ আইন (পশ্চিম বঙ্গ আইন সভায় ১৯৫৮ সালে গৃহীত) প্রয়োগ করার ব্যাপারেও গাফিলতির ফলে সরকারকে জনসাধারণের কাছ থেকে এবং যাঁরা সরকারকে সমর্থন করেন এবং নির্বাচনের সময় এঁদেরই ভোট দেন তাঁদের কাছ থেকেও প্রচণ্ড সমালোচনা শুনতে হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী নিজে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর মন্ত্রিসভার খাদ্যনীতি ব্যর্থ হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁদের ব্যর্থতা স্বীকার করার শিক্ষা দিয়েছেন—তাঁর এই অহঙ্কারও ব্যর্থতাকে সফলতায় রূপান্তরিত করতে পারবে না, এমন কি তিনি যদি এই কথা বলেন যে, ব্যর্থতা স্বীকারের পর গদি ছেড়ে যাওয়া গান্ধী নীতির বিরোধী,—তাহলেও নয়।

মন্ত্রিসভার পরাজয় লুকোতে কৃষিদপ্তরের পুনর্বণ্টন ঘটানো শাসনতন্ত্রবিরোধী অমিতাচার হিসেবে গণ্য হবে। মন্ত্রিসভা তাঁদের নিজেদের স্বীকোরোক্তির জন্য নিন্দার সম্মুখীন হয়েছেন সংবিধানের ১৬৪ (৩) নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক মন্ত্রীর পালনীয় স্বতন্ত্র দায়িত্বের উল্লেখ রয়েছে। এই দায়িত্বই মন্ত্রীদের মন্ত্রগুপ্তি বা শপথ।

সংবিধানের সন্নিবিষ্ট তৃতীয় তপশীলের ৫নং প্রকরণে বর্ণিত শপথের বয়ানে বলা হয়েছে যে, মন্ত্রী

ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করে। বলবেন যে, ভয়, আনুকুল্য, বাৎসল্য অথবা কোন বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ না করে তিনি সংবিধান এবং আইন অনুসারে সকল লোকের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করবেন।

ধান এবং চালের মূল্যের চরম সীমা নির্ধারণের ক্ষমতার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রথম একটা অর্ডিন্যান্স (নং ৯/১৯৫৮) জারী করেন যা ১৯৫৮ সালের ২২শে অক্টোবরের কলকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হয়। অর্ডিন্যান্সটির পর বিধিমত ১৯৫৮ সালের পশ্চিম বঙ্গীয় অতি মুনাফানিরোধ আইনও প্রণয়ন করা হয়। এতে ধান এবং চালের সর্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিরূপণের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছিল।

এই আইনের আওতায় নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলো পড়ে :

(ক) এমন সব ডিলার যারা পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র জনসমাজের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ;

(খ) গ্রামীণ জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপাদক শ্রেণী ;

(গ) সেই সমস্ত ক্রেতা যারা গ্রাম এবং শহরের জন সংখ্যার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ।

ডিলারদের খেয়াল খুশিমত দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে সমাজের বৃহত্তর শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষাই সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, তবু সমাজের বৃহত্তর অংশের মঙ্গলের দিক থেকেই তা ন্যায়সঙ্গত।

ডিলারদের ক্ষেত্রে এই আইনের লক্ষ্য ছিল, তারা যেন সর্বনিম্ন এবং সর্ব্বোচ্চ মূল্যের সীমার মধ্যেই তাদের লভ্যাংশ সংগ্রহ করে। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ডিলারেরা প্রায় সর্বনিম্নমূল্যের হারেই ধান চাল কিনে তাদের মজুত ভাণ্ডার গোপন করে ফেলে। অতঃপর তারা খোলা বাজারে অল্প পরিমাণে চাল ছাড়তে থাকে এবং নির্ধারিত হারের অনেক বেশী দরে তাদের এজেণ্টদের মাধ্যমে বিক্রি করে, যাদের অধিকাংশই এই সব ডিলারদের নিজস্ব বেনামদার মাত্র। গত নয় মাসে গভর্ণমেণ্ট অসহায়, নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মাত্র : তাঁরা নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন, এমন কি অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য আইন কিংবা অতি-মুনাফানিরোধ আইনের ফৌজদারী ধারাগুলো কখনও ব্যবহার করার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেননি, তাঁরা বরং সেই সমস্ত ডিলার যাদের সংখ্যা এক হাজারের মধ্যে একজনও নয়, কি উৎপাদন কি বিক্রয় উভয়-ক্ষেত্রেই নয় শত নিরানব্বই জনের রক্তমোক্ষণে তাদের পরোক্ষে সহায়তা করেছেন, কিংবা সুবিধা করে দিয়েছেন।

মুষ্টিমেয় ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীদের পক্ষই বেছে নিয়ে মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবেও জনসার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং তাঁরা যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তার সমস্ত কিছুই লঙ্ঘন করেছেন। এখন ট্রেজারি বেঞ্চে তাঁদের অবস্থান অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ শপথ কেবল মন্ত্রী গ্রহণ-অনুষ্ঠানের অঙ্গ নয়, ইহা শপথ একটি প্রতিজ্ঞাও যার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্মের প্রত্যেকটি স্তরেই অবশ্য পালনীয়।

এই মন্ত্রিমণ্ডলী নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন না যে ক্রেতা জনসাধারণের প্রতি তাঁরা সুবিচার করে-ছেন। কারণ তাদের ত ডিলারদের লোভের কাছেই সমর্পণ করা হয়েছে ; উৎপাদকদের প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন এ দাবীও তাঁরা নিশ্চয় করতে পারেন না, কারণ ডিলারদের নির্দিষ্ট দরেই বহু পরিশ্রমের শস্য ছেড়ে দিতে উৎপাদকেরা বাধ্য হয়েছে ; এমন কি ডিলারদের প্রতিও সুবিচার করা হয়েছে, এমন দাবীও তাঁরা করতে পারেন না, কারণ সৎ ডিলারেরা লোভে উত্তেজিত এবং অসৎ ডিলারেরা প্রমত্ততার পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়ার জন্যে প্ররোচিত হয়েছে।

তাঁরা কোনও শ্রেণীর মানুষদের প্রতিই ন্যায় বিচার করেন নি। এই মন্ত্রিমণ্ডলী আইন ভঙ্গের অপরাধেও অপরাধী। ১৯৫৮ সালের পশ্চিম বঙ্গীয় অতি-মুনাফা-নিরোধ আইনের তিন ধারা অনুসারেই সরকার কর্ত্তৃক ধান এবং চালের মূল্য স্থিরীকৃত হয়, এবং ঐ আইনে রাষ্ট্রপতির সম্মতিও ১৯৫৮ সালের ২৬শে জানুয়ারির কলকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী উভয় আইন পরিষদেই সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেছেন যে ১৯৬০ সালের আমন ধান না আসা পর্যন্ত নির্ধারিত মূল্যই বজায় থাকবে। ঐ আইনে সরকারকে এমন কোন অধিকার বা ক্ষমতা দেওয়া হয়নি যার বলে একবার স্থির হবার পরই তাঁরা মূল্য পরিবর্তিত এবং সংশোধিত করতে পারেন। আইনের অন্তর্গত কোনও নিয়মরচনাকারী ক্ষমতা অনুসারেও মূল্য নিরূপিত হয়নি, সুতরাং একথা কিছুতেই বলা যাবে না যে একবার যখন কোনও বিশেষ নিয়ম অনুসারে মূল্য স্থির করা হয়েছে, তখন আবার তার নিয়ম অনুযায়ী নতুন মূল্যও নির্ধারণ করার কোনও বাধাই নেই। সরকার তাহলে আইননির্দ্দিষ্ট দর প্রত্যাহার করার এই স্বেচ্ছাচারী নিরংকুশ ক্ষমতা কোথা থেকে পেলেন? এর ফলেও সমাজের বৃহত্তর শ্রেণীর দুর্গতি বেড়েছে। হয় এই ধারাটিকে একেবারে বাতিল করতে হবে, আর না হয় এর সঙ্গে একটি উপধারা যোগ করা দরকার এবং এই সবই স্বাভাবিকভাবে আইন সভার মারফৎ পরিষদীয় পদ্ধতি করতে হবে। কিন্তু মন্ত্রিসভা তা করেন নি। আইনের চৌহদ্দী ত্যাগ করে মন্ত্রিসভা আইন তাঁদের নিজেদের হাতে নিয়েছেন। এর ফলে তাঁরা রাজ্যপালকে সাহায্য করার বা উপদেশ দেবার যোগ্যতা হারিয়েছেন এবং সেজন্য অবিলম্বে বিধানমণ্ডলী ভেঙ্গে দেওয়া উচিত।

বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ

জঙ্গিপুরের সন্নিকটস্থ জোতকমল জুনিয়র হাই স্কুল হইতে চারিজন ছাত্র এবারে "মিড্‌ল স্কলারসিপ" পরীক্ষা দিয়াছিল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সকলেই বৃত্তি লাভ করিয়াছে। আমরা উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। নিম্নে ছাত্রগণের নাম দেওয়া হইল—

১। শ্রীঅজিতকুমার সরকার (১ম)
২। শ্রীসুবলচন্দ্র হালদার (৩য়)
৩। শ্রীঅসীমকুমার মুখার্জ্জী (৫ম)
৪। শ্রীসুব্রতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৬ষ্ঠ)

গত দুই বৎসরও উক্ত স্কুল হইতে একটী করিয়া ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

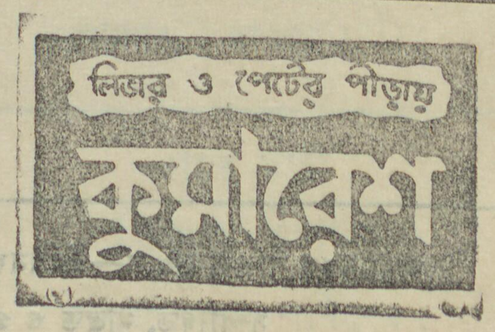

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।